সংবাদ

তারিখ ... 27 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ৩

ফরিদপুরে এক সরকারি স্কুলে ভর্তি বাণিজ্য

কে এম রুবেল, ফরিদপুর

ফরিদপুরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেলা রানীর বিরুদ্ধে ভর্তির নামে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ এনে মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন ফরিদপুর শহরের ঢাবেদী গোপালপুরের আবদুল কুদ্দুস মিয়া, ঈশানগুপুরের মোতাহিকুর রহমান ও গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার নারায়ণপুরের হালিমা খাতুন।

ভুক্তভোগীরা অভিযোগে বলেছেন আবদুল কুদ্দুসের মেয়ে মেহেরুন নেসা তানিয়া ষষ্ঠ শ্রেণী রোল নং- ৬৬৩, মোস্তাফিজুর রহমানের মেয়ে আনিকা নারগিস মৌসি চতুর্থ শ্রেণী রোল নং- ৬৭৪, হালিমা খাতুনের মেয়ে সাবিয়া চৌধুরি চতুর্থ শ্রেণী রোল নং-৬৮৪। অভিযোগে জানা গেছে এই শিক্ষার্থীরা গত ২১ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়। অভিভাবকরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে প্রধান শিক্ষিকা বেলা রানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে বেলা রানী প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে ৫০ হাজার টাকা করে ডোনেশন দাবি করেন। এর এক সপ্তাহ পর অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকা বেলা রানীর সরকারি বাসভবন (স্কুলের ভেতরে) গিয়ে তার চাহিদা মতো প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা করে ডোনেশন প্রদান করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পার হওয়ার পরেও তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করেননি ওই প্রধান শিক্ষিকা, এবং তাদের টাকা ফেরতও দেননি। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা মহাপরিচালক, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর, সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক ফরিদপুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা), উপ-পরিচালক এনএসআই ফরিদপুর মহোদয়ের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

এ বিষয়ে ফরিদপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বেলা রানীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমার দ্বারা এমন কাজ কোনদিন হয়নি, হবেও না। অভিভাবকদের অভিযোগগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমি কোনও অভিভাবকের কাছে ছাত্রী ভর্তি নিয়ে কোন ডোনেশন (ঘুষ) চাইনি।